موضح القرآن

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ

এ কুরআন বাতলে দেয় সে পথ, যা সবচেয়ে সরল।
সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:৯ ◄

مكتبة الفرقان

নির্ভরযোগ্য

তাফসীরে মুযিহুল কুরআন

▸ **দ্বিতীয় খণ্ড** (সূরা ইউনুস–সূরা আনকাবুত)

শাহ আব্দুল কাদির দেহলভী রহ.

(১৭৫৩–১৮১৪)

সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা

মাওলানা আখলাক হুসাইন কাসেমী দেহলভী

শাইখুত তাফসীর : জামিআ রহীমিয়া
মারকায শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, দিল্লী

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম কাসেমী

মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামিআ মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া, টিএন্ডটি কলোনি বনানী, ঢাকা এবং আল-জামিআতুল ইসলামিয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর।

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

তাফসীরে কুরআন **তাফসীরে মুযিহুল কুরআন (দ্বিতীয় খণ্ড)**
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : রবিউস সানি ১৪৪১ / জানুয়ারী ২০২০
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ

ISBN: 978-984-94322-0-3

মূল্য ■ ৳ ৮০০.০০ (আট শত টাকা মাত্র) US $30.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। *তাফসীরে মুযিহুল কুরআন*-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এটি একটি অবিশ্বাস্য প্রাপ্তি—মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ। ইতোমধ্যে উলামায়ে-কেরামসহ সকল শ্রেণির পাঠকের নিকট এর প্রথম খণ্ডটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, খুব শীঘ্রই এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে।

তাফসীরের কিতাব হিসেবে এতে কুরআনের আয়াত ও তরজমার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবে সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের জানানোর অনুরোধ থাকল। পরবর্তী সংস্করণে তা অবশ্যই সংশোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই বইটির লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন এবং বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা
১০ জানুয়ারী ২০২০

সূচিপত্র

সূরা ইউনুস	৭
সূরা হুদ	৩৯
সূরা ইউসুফ	৭০
সূরা রাদ	১০১
সূরা ইবরাহীম	১১৪
সূরা হিজর	১২৭
সূরা নাহল	১৪২
সূরা বনী ইসরাঈল	১৭৫
সূরা কাহফ	২০২
সূরা মারইয়াম	২৩৩
সূরা ত্বাহা	২৫০
সূরা আম্বিয়া	২৭৭
সূরা হজ	৩০০
সূরা মুমনিুন	৩৩৯
সূরা নূর	৩৫৬
সূরা ফুরকান	৩৯৮
সূরা শুআরা	৪১৮
সূরা নমল	৪৪১
সূরা কসাস	৪৫৯
সূরা আনকাবুত	৪৮২

১০ ■ সূরা ইউনুস

মাক্কী; ১০৯ আয়াত; ১১ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু
যিনি বড় মেহেরবান, পরম দয়ালু।

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝١

(১) (আলিফ-লা-ম-রা); এগুলো পরিপক্ব কিতাবের আয়াত।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ۝٢

(২) লোকদের কি তাজ্জব লেগেছে—আমি নির্দেশ পাঠিয়েছি তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির কাছে যেন তিনি মানুষকে সতর্ক করেন এবং সুসংবাদ শোনান, যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য আপন রবের নিকট রয়েছে সত্য মর্যাদা? কাফেররা বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে এ প্রকাশ্য জাদুকর।[১]

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣

(৩) তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন, কার্য পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পারে না তবে যে পূর্বে তাঁর অনুমতি লাভ করে। সেই আল্লাহই তোমাদের রব, অতএব তাঁর ইবাদত কর। তোমরা কি ধ্যান কর না?[২]

---

[১] **ব্যাখ্যা :** (قَدَم صِدْقٍ) এর অর্থ : সত্য মর্যাদা, উঁচু মরতবা। (শাহ আব্দুল কাদির রহ. এখানে 'কাদামুন' এর অর্থ করেছেন 'পায়া'। এর অর্থ হলো, (ক) পা, পদ, চরণ, কদম; (খ) সিঁড়ি; (গ) মর্যাদা, মরতবা; পদমর্যাদা; ইজ্জত; (ঘ) চতুষ্পদ জন্তুর পা (*ফীরুজুল লোগাত*); এটি মূলত একটি আরবী বাগধারা। যা অগ্রমর্যাদা ও উচ্চমর্যাদা অর্থে ব্যবহৃত হয় (*আলমু'জামুল ওয়াসীত*)। [আয়াতের এ অংশটির ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে : And give happy news to those who believe that they will have a truly excellent footing at a place near Lord. (*The meanings of the Noble Quran with Explanatory Notes*, Mufti Muhammad Taqi Usmani)। এখানে বাগধারা হিসেবে অর্থ করা হয়েছে, *footing*—সমাজে বা দলে অবস্থান, প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা, সম্বন্ধ, অবস্থা (*ইংরেজি-বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি)—অনুবাদক।]

[২] **ফায়দা :** ছয় দিনের জন্য যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ে বানিয়েছেন আকাশ-জমিন এবং এই রাজত্বের দরবার সাজিয়েছেন আরশের ওপর, যেখান থেকে যাবতীয় কর্ম পরিচালিত হয়।

ব্যাখ্যা : 'অতঃপর তিনি আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন।' (সূরা ইউনুস, ১০ : ৩) আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যায় শাহ আব্দুল কাদির রহ. বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাজত্ব ও বাদশাহির

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

(৪) তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে। আল্লাহর সত্য ওয়াদা। তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার আবার তা সৃষ্টি করবেন পুনর্বার, যাতে তাদের ইনসাফের সাথে প্রতিদান দেন যারা ঈমান এনেছিল ও সৎকর্ম করেছিল। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং (ভোগ করতে হবে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব। এ জন্য যে, তারা কুফরি করত।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

(৫) তিনিই (সেই সত্তা) যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে ঔজ্জ্বল্য ও চন্দ্রকে দীপ্তি এবং এর জন্য নির্ধারিত করেছেন মনযিলসমূহ, যাতে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ এসব সৃষ্টি করেননি তবে পরিকল্পনায়। তিনি নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন এমন লোকদের জন্য যাদের সমঝ আছে।[৩]

اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝

(৬) নিশ্চয় রাত ও দিনের আবর্তনে এবং আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন (তাতে) অনেক নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকের জন্য যারা ভয় করে।[৪]

প্রভাব মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল করার জন্য জাগতিক বাদশাহির প্রভাবশালী রাজত্বের চিত্র পেশ করেছেন। পবিত্র কুরআন নিগূঢ় বিষয়গুলোকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের রঙে উপস্থাপন করে অতীন্দ্রিয় জগতের দুর্বোধ্য বিষয়গুলোকে মানুষের উপলব্ধির নিকটবর্তী করে দেয়। এখানেও যেভাবে জাগতিক বাদশাহির ক্ষেত্রে সিংহাসন ও শাহি দরবার হয়ে থাকে, তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর বাস্তব রাজত্বের জন্য আরশ (সিংহাসন), তাতে সমাসীন হওয়া ও দরবার প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি ও বর্ণনা-শৈলী অবলম্বন করেছেন।

[৩] **ব্যাখ্যা :** তিনিই আল্লাহ, যিনি সূর্যকে আলোকোজ্জ্বল ও চন্দ্রকে আলোকিত বানিয়েছেন এবং তার জন্য নির্ধারিত করেছেন মনযিলসমূহ, যাতে লোকজন এসব সৌরজগতের মাধ্যমে বছরসমূহের গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পারে। আল্লাহ তাআলা এসব কিছু পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও তাঁর কুদরত প্রদর্শনের জন্য সৃষ্টি করেছেন; অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তাঁর তাওহীদের প্রমাণ-সম্ভার সেই লোকদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাদের সঠিক জ্ঞান-বুদ্ধি রয়েছে। মহান আল্লাহ পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা দিয়ে সাজিয়েছেন বিশ্বজগৎ ও সৌরজগতের সবকিছু। 'এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।' (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৮) যা হোক, আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের এসব প্রমাণ, যা বিশদভাবে বর্ণিত হয়, কেবল তাদের জন্যই উপকারী হতে পারে, যারা বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগায়।

[৪] **ব্যাখ্যা :** দিবা-রাত্রির এই আবর্তন এবং তাদের যথাক্রমে আনাগোনা এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় সৃষ্টিতে এলাহি তাওহীদের হাজারও প্রমাণ নিহিত রয়েছে। তবে এসব প্রমাণ থেকে তারাই উপকৃত হতে পারে, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর খোঁজে থাকে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَاَنُّوْا بِهَا وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۙ﴿۷﴾

(৭) যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট ও তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে এবং যারা আমার কুদরত সম্পর্কে উদাসীন,[৫]

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۸﴾

(৮) এমন লোকদের ঠিকানা আগুন তার বিনিময় যা তারা উপার্জন করত।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿۹﴾

(৯) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের রব তাদের ঈমানের মাধ্যমে তাদের পথনির্দেশ করবেন আরামের উদ্যানসমূহে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَ اٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰﴾

(১০) সে স্থানে তাদের দুআ এই যে, 'পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ!' আর তাদের অভিবাদন সালাম এবং তাদের দুআর সমাপ্তি এর মাধ্যমে যে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সারা বিশ্বের পালনকর্তা।'[৬]

রুকু-২

وَ لَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ؕ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا

(১১) আর আল্লাহ যদি মানুষকে অকল্যাণ দ্রুত দিতেন, যেমন তারা কল্যাণ দ্রুত চায়, তবে শেষ করে দেয়া হত তাদের আয়ুষ্কাল। কাজেই যাদের আমার সাক্ষাতের আশা নেই

---

[৫] **ব্যাখ্যা :** যে লোকেরা আমার সম্মুখীন হওয়ার ভয় করে না, আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, জাগতিক জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট, এ জীবন নিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে এবং আমার নিদর্শনাদির ব্যাপারে উদাসীন, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।

[৬] **ফায়দা :** (জান্নাতী লোকেরা জান্নাতের) বিস্ময়কর নেয়ামতরাজি দেখে প্রথমে বলে উঠবে, 'সুবহানাল্লাহ', (তুমি বড়ই পবিত্র সত্তা!), তারপর নেয়ামতের স্বাদ পেয়ে বলবে, 'আলহামদুলিল্লাহ' (প্রশংসা আল্লাহর) আর জান্নাতে দেখা-সাক্ষাতের পদ্ধতি হলো, 'আসসালামুআলাইকুম'—যা মুসলমান দুনিয়াতে অভিবাদন হিসেবে আদান-প্রদান করে থাকে।

ব্যাখ্যা : শাহ আব্দুল কাদির রহ. (دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا) এর অর্থ করেছেন, 'সেখানে তাদের দুআ হবে' এখানে দুআ এর অর্থ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রত্যেক নেয়ামত দেখে জান্নাতী লোকেরা খোদার পবিত্রতা বর্ণনা করবে। কোনো কোনো তাবেয়ী এর অর্থ করেছেন, জান্নাতী লোকেরা যখন কোনো কিছুর ফরমায়েশ করবে, তখন সুবহানাল্লাহ বলবে। তাদের এক আবেদনে সাড়া দিতে দশ হাজার ফেরেশতা প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ফেরেশতার হাতে সোনার এক বিস্ময়কর ডিশ থাকবে, যাতে জান্নাতী লোকের প্রার্থিত বস্তুসামগ্রী থাকবে। এভাবে জান্নাতী লোক সেখানে সমাদৃত হতে থাকবে এবং তার রাজকীয় জীবন ও শান-শওকত প্রকাশ পেতে থাকবে। 'সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। এটা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন।' (সূরা হা-মীম-সিজদা, ৪১ : ৩১-৩২)

يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ⑪

আমি তাদেরকে তাদের দুষ্টামিতে উদ্ভ্রান্ত ছেড়ে দিয়ে রাখি।

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑫

(১২) আর মানুষ যখন কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে। অতঃপর যখন আমি দূর করে দিলাম তার থেকে সেই কষ্ট, তখন সে চলে গেল যেন কোনো কষ্টের সম্মুখীন হয়ে কখনো আমাকে ডাকেনি। এভাবেই মনঃপুত হয়েছে নির্লজ্জ লোকদের যা তারা করেছে।

وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ⑬

(১৩) আমি তোমাদের পূর্বে সেসব প্রজন্ম ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা জালেম হয়েছিল এবং তাদের কাছে তাদের রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছিলেন; কিন্তু তারা কিছুতেই ঈমান আনয়নকারী ছিল না। এভাবেই আমি পাপী সম্প্রদায়কে শাস্তি দিয়ে থাকি।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ⑭

(১৪) অতঃপর আমি তোমাদের তাদের পর পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি, যাতে দেখি তোমরা কি কর।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَاۤ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ⑮

(১৫) আর যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন বলে যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না, ‘এ ছাড়া অন্য কোনো কুরআন নিয়ে এসো কিংবা একে বদলে ফেল।’ আপনি বলে দিন, ‘আমার কাজ নয় যে, একে আমি নিজের পক্ষ থেকে বদলে ফেলি।’ আমি তারই অনুগত যে নির্দেশ আমার কাছে আসে। আমি যদি আমার রবের নাফরমানি করি, তবে এক মহা দিবসের আযাবের ভয় করি।